যুগান্তর

তারিখ 6 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

হতাশ অভিভাবকরা

জলাবদ্ধতায় পূর্ব কদমতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা

খোরশেদ আলম শিকদার

কদমতলী থানার পূর্ব কদমতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা জলাবদ্ধতার কারণে ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না। মাদ্রাসার সামনে কোথাও হাঁটু আবার কোথাও কোমর পানি। এতে করে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্ন ঘটছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম হতাশায় ভুগছেন।

আলহাজ আবদুল মজিদ ১৯৯৩ সালে এলাকার লোকজনকে নিয়ে পূর্ব কদমতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বর্তমানে মাদ্রাসার একটি ৪র্থ তলা, একটি ৩য় তলা এবং একটি ২য় তলা ভবন রয়েছে। এতে কক্ষ রয়েছে ২৪টি। মাদ্রাসায় শিশুশ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০৯ জন, ৬ষ্ঠ থেকে দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত ৩৪০ জন এবং আলিম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে রয়েছে ৯৬ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষক রয়েছেন এমপিওভুক্ত ১৭ জন, নন-এমপিও ৬ জন ও কর্মচারী ২ জন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাদ্রাসাটি এলাকায় শিক্ষার আলো সুনামের সঙ্গে ছড়াচ্ছে। এতে প্রতিবছর ভালো ফল করে আসছে এ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। ২০১৬ সালে পূর্ব কদমতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা শ্যামপুর শিক্ষা থানার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম।

মাদ্রাসা সংলগ্ন রয়েছে পূর্ব কদমতলী রায়েরবাগ রাস্তা। রাস্তাটিতে হাঁটু ও কোমর পানি। পয়োনিষ্কাশন, বর্জ্য ও কলকারখানার বিষাক্ত পানি বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মাদ্রাসার চারপাশে একই চিত্র। জলাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসায় যেতে পারছে না। পরীক্ষার কথা ভেবে কেউ কাপড় ভিজিয়ে মাদ্রাসায় যাচ্ছে। ভিজা কাপড় নিয়ে শ্রেণীতে পাঠদান নিচ্ছে। ফলে তারা ঠাণ্ডা, জ্বর, কাশি, টাইফয়েডসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

শিক্ষকরা লুঙ্গি পরে বাসা থেকে বের হয়ে কাপড় ভিজিয়ে মাদ্রাসায় গিয়ে পরিবর্তন করে প্যান্ট বা পায়জামা পরছেন। দুর্গন্ধময় পানির কারণে শ্রেণীকক্ষেও নাক-মুখে চাপ দিয়ে থাকতে হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের।

দাখিলের শিক্ষার্থী হুমায়রা রশিদ যুগান্তরকে বলেন, 'পানির কারণে মাদ্রাসায় যেতে সমস্যা হচ্ছে। সপ্তাহে ২-৩ দিন মাদ্রাসায় আসি। সামনে আমাদের পরীক্ষা। কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে আমরা পানিতে ভিজেই মাদ্রাসায় আসছি। আর ভিজা কাপড় নিয়েই আমরা ক্লাসে পাঠদান নিচ্ছি।'

শ্যামপুর ইউপির ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বার মো. খোরশেদ আলম খোকন যুগান্তরকে বলেন, এ এলাকা বছরের ৮-৯ মাসই জলাবদ্ধ থাকে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে মানুষের চরম দুর্ভোগ হয়। শিক্ষার্থীরা স্কুল, কলেজ-মাদ্রাসায় যেতে পারছে না। তিনি বলেন, পানি নিষ্কাশনের খালগুলো পরিষ্কার রাখা হলে এ জলাবদ্ধতা থাকত না।

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জহুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, পয়োনিষ্কাশন আর মানুষের ব্যবহৃত পানিতেই এলাকার রাস্তা ও বাসাবাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের মাদ্রাসায় আসতে সমস্যা হয়।

মাদ্রাসার গভর্নিং বডির সভাপতি মো. ছিদ্দিকুর রহমান কামাল যুগান্তরকে বলেন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পানি মাড়িয়ে মাদ্রাসায় আসতে হয়। শুধু তা-ই নয় তাদের বাসাবাড়িতেও পানি থাকার কারণে তারা ঠিকমতো লেখাপড়া করতে পারছে না। তিনি পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত ও খালগুলো আরও গভীর ও অবৈধ দখলমুক্ত করার দাবি জানান।

শ্যামপুর থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাপলা খানম যুগান্তরকে বলেন, পূর্ব কদমতলী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসাটি একেবারেই নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। প্রায়ই পানিতে ও কর্দমাক্ত থাকে ওই এলাকা। তিনি আরও বলেন, কদমতলী থানা এলাকার প্রায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সড়কে এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন পানি। যার ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর